ঈশ্বরের সুরক্ষা ও আমাদের কৌশল

(God's Protection & Our Strategies)

আদিপুস্তক ৩২ অধ্যায় ৯-২৯ পদ

এর আগে ৩১ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, যাকোবের প্রান্তরে কাটাবার দিন শেষ হয়েছে, কনানে ফিরে যাবার সময় উপস্থিত হয়েছে। মামা লাবণের সঙ্গে সমস্ত দ্বন্দ্ব শান্তি-চুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়েছে। যাকোব তার জন্মভূমি কনানের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। কিন্তু তার বাড়ী ফেরার আগে দাদা এষৌর সঙ্গে যাকোবের সম্পর্ক মিটমাট করা প্রয়োজন। কারণ, যাকোব জানত একদিন না একদিন তাকে এষৌর মুখোমুখি হতে হবে, এবং দাদার কাছ থেকে উত্তম ব্যবহার আশা করার কোনও উপায় তার নেই। যাকোবই তার দাদাকে ঠকিয়েছিল, এবং সেই কারণে এষৌ তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে যাকোব যদি তার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ করত, তাহলে সে লুকিয়ে লুকিয়ে চোরের ন্যায় কনানে ফিরে যেতে পারত, কিংবা অন্য পথ ধরে সে এষৌর সীমানা এড়াতে পারত। কিন্তু তার বিবেকের উপর অতীত আচরণের চাপ এতখানি ছিল যে, সে আর এই অপরাধকে অস্বীকার করতে পারেনি। শারিরীক ভাবে সে এষৌকে এড়িয়ে কনানে পৌঁছাতে পারলেও, আধ্যাত্মিক ভাবে দাদার সঙ্গে মিটমাট করতে যাকোব বাধ্য হয়েছে। কারণ, অতীত সমস্যার সমাধান না করে কখনও দুজনের সম্পর্কে উন্নতি আশা করা যায় না। প্রকৃত অনুতাপ কেবল দুঃখের আভ্যন্তরীন অনুভূতি নয়, কিন্তু সম্ভব হলে, ভাঙ্গা সম্পর্ককে জোড়া লাগানোর বাহ্যিক পরিবর্তনকেও অনর্ভুক্ত করে।

ক। ঐশ্বরিক প্রতিরক্ষা: গিলিয়দ পর্বত থেকে তাদের যাত্রা পুনরায় শুরু করলে যাকোব একটি দর্শনে ঈশ্বরের দূতদের সাক্ষাৎ লাভ করল। ৩২:১ পদে বলা হয়েছে, *"আর যাকোব নিজের পথে অগ্রসর হলে, ঈশ্বরের দূতরা তার সঙ্গে দেখা করলেন।"* হিব্রু ভাষায় এই ঘটনার বর্ণনাকে আমরা যদি ভালো করে দেখি, তাহলে ২৮ অধ্যায়ে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের যে দর্শন যাকোব বেথেলে পেয়েছিল (২৮ অধ্যায়), তার সঙ্গে এই দর্শনের অনেক মিল আছে। যাকোবের প্রান্তরে ২০ বৎসরের অভিজ্ঞতার শুরু যেমন দর্শনে ঈশ্বরের দূতদের সঙ্গে সাক্ষাতের মাধ্যমে হয়েছিল, তার শেষও হল একই ধরণের দর্শনের দ্বারা। এর মাধ্যমে যে সত্য আমরা উপলব্ধি করি, তা হল, এই দুই দর্শনের মধ্যবর্তী সময়ে অদৃশ্য ঈশ্বরের উপস্থিতি তার সঙ্গে ছিল। সেখানে কেবল যাকোবের শিবির নয়, ঈশ্বরেরও শিবির উপস্থিত ছিল। সেই সত্য উপলব্ধি করে যাকোব এমন কথা বলেছে, *"এ ঈশ্বরের সেনাদল, সেই স্থানের নাম মহানয়িম (দুই সেনাদল) রাখল"* (৩২:২)। গীত ৩৪:৭ পদে, সমস্ত সমস্যার মধ্যে তাঁর প্রজাদের মাঝে ঈশ্বরের উপস্থিতির পক্ষে সাক্ষ্য দিয়ে বলা হয়েছে, *"যারা তাঁকে ভয় করে, তাদের চারিদিকে সদাপ্রভুর দূত শিবির স্থাপন করেন, আর তাদেরকে উদ্ধার করেন।"*

এখন, এর মাধ্যমে ঈশ্বর যাকোবকে যে উপলব্ধি দিতে চেয়েছেন, তা হল, সমস্যা, বিপদ বা বাধার মুখোমুখি হলে, সেগুলি যত বড়ো হোক না কেন, যাকোব যেন বিভিন্ন পিচ্ছিল কৌশলের আশ্রয় না নেয়। পরিবর্তে, সে যেন ঈশ্বরের অদৃশ্য সেনাদলে আস্থা রাখে। অর্থাৎ, একটু আগে তিনি যেমন তাকে তার মামা লাবণের ক্রোধ থেকে উদ্ধার করেছেন, ঠিক একই ভাবে এষৌর ভয় থেকেও বাঁচতে **যাকোব ঈশ্বরের প্রতিরক্ষায় আস্থা রাখতে পারে**।

এটি হল এমন শিক্ষা, যা আমাদের প্রতিও একই ভাবে প্রযোজ্য। আমরা আমাদের জীবনের বিভিন্ন ঘটনায় কতবার অদৃশ্য ঈশ্বরের সেনাদলের কাজকে উপলব্ধি করেছি। কিন্তু তার পরেই আবার অন্য প্রতিপক্ষের শক্তির প্রচণ্ডতা দেখে আমরা ঈশ্বরের সেনাদলের উপস্থিতির কথা ভুলে গেছি। ইলীশায়ের দাসের ন্যায়, আমাদেরও প্রয়োজন পার্থিব শত্রুদলের সৈন্য ও রথকে অতিক্রম করে, আমাদের চারপাশে ঈশ্বরের অগ্নিময় রথ ও অশ্বকে দেখার জন্য চোখ খোলা রাখা (২রাজা ৬:১৫-১৭)। সেদিন ইলীশায় যে সত্য উপলব্ধি করেছিল, আজ আমাদেরও

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সেই সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, ***"ওদের সঙ্গীদের চেয়ে আমাদের সঙ্গী বেশি"*** (২রাজা ৬:১৬)। একই কথা যোহনও তার পত্রে বিশ্বাসী আমাদের উদ্দেশে বলেছে, ***"যিনি তোমাদের মধ্যবর্তী, তিনি জগতের মধ্যবর্তী ব্যক্তি অপেক্ষা মহান"*** (১যোহন ৪:৪)। এই আশ্বাসে আশ্বস্ত হয়ে আমরা জগতের মুকাবিলা করতে ও জগতকে জয় করতে সক্ষম। আমাদের স্বাভাবিক ইচ্ছা হল, অদৃশ্য নয়, কিন্তু চোখে দেখা যায়, আমাদের রক্ষাকারী এমন সৈন্যদলের উপস্থিতির আকাঙ্ক্ষা।কিন্তু ***"আমরা বাহ্য দৃশ্য দ্বারা নয়, কিন্তু বিশ্বাস দ্বারা চলি"*** (২করিন্থীয় ৫:৭) যে বিশ্বাস হল ***"প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি"*** (ইব্রীয় ১১:১)।

খ। বিশ্বাসের পরীক্ষা: নিজের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতি সম্বন্ধে যাকোবের মনে এই যে বিশ্বাস তৈরী হয়েছিল, তা শীঘ্রই পরীক্ষিত হয়েছিল। দর্শনে যাকোবের কাছে যেমন ঈশ্বরের দূতরা এসেছিলেন (৩২:১), ঠিক তেমনই, দাদা এষৌর কাছে যাকোব তার দূতদের (বার্তাবাহকদের) পাঠাল (৩২:৩; হিব্রুভাষায়, একই শব্দের দ্বারা 'দূত' ও 'বার্তাবাহককে' নির্দেশ করা হয়)। তারা অনেক উপহার সঙ্গে নিয়ে যাকোবের অনুতাপের কথা এষৌকে শোনাল। এষৌকে যে কথা বলতে যাকোব তার বার্তাবাহকদের বলেছিল, তা হল, ***"তোমরা আমার প্রভু এষৌকে বলবে, আপনার দাস যাকোব আপনাকে জানাইলেন, আমি লাবণের কাছে প্রবাস করছিলাম, এই পর্যন্ত অবস্থিতি করেছি" (৩২:৪)।*** নিজেকে ***দাস*** এবং দাদাকে ***প্রভু*** বলে সম্মোধন করে, যাকোব এষৌর সেই জ্যেষ্ঠাধিকারকে স্বীকার করেছে, যা অধিকার করতে যাকোব আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। যাইহোক, এইভাবে এষৌর কাছে উপহারসহ তার বাহকদের পাঠানোর সময় যাকোব আশা করেছিল, ২০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায়, তার দাদার হৃদয়ের সমস্ত ক্ষতের নিরাময় হয়েছে। তাই, যাকোবের উদ্দেশ্য হল, দাদার সঙ্গে সম্পর্কের পুনরুদ্ধার। যাকোব ভেবেছিল, সে এষৌর অনুগ্রহ দৃষ্টি লাভ করবে, ***"আমি প্রভুর (এষৌর) অনুগ্রহ দৃষ্টি পাবার জন্য আপনাকে সংবাদ পাঠালাম"*** (৩২:৫)।

কিন্তু তার বার্তাবাহকরা যে সংবাদ নিয়ে ফিরে এল, তা তেমন আশাপ্রদ নয়। ৬ পদে বলা হয়েছে, ***"পরে দূতরা যাকোবের কাছে ফিরে এসে বলল, আমরা আপনার দাদা এষৌর কাছে গিয়েছিলাম; আর তিনি ৪০০ লোক সঙ্গে নিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসছেন।"*** এর অর্থ, এষৌ যে অতীতকে ভুলে গেছে ও ভাইকে ক্ষমা করেছে, তাই ভাই যাকোবকে স্বাগত জানাতে আসছে, তা নয়। পরিবর্তে, এষৌ তার দলবল নিয়ে, অর্থাৎ মাঝারি আকারের সৈন্যদল নিয়ে যাকোবকে আক্রমণ করতে আসছে।

আসুন, আমরা একবার যাকোবের স্থানে নিজেদের চিন্তা করে দেখি। এমন পরিস্থিতিতে আমরা কী চিন্তা করতাম? *এমন ঘটনা কেন ঘটছে? এইভাবে, সমস্ত ঘটনা কেন আমার বিরুদ্ধে কাজ করছে? আমি দাদার সঙ্গে ভাঙ্গা সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে ইচ্ছা করলাম, সমস্ত সৎ উদ্যোগ গ্রহণ করলাম, কিন্তু দাদা কেন এইভাবে আমাকে শিক্ষা দিতে আসছে? তাহলে কি আমি দাদার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি চেয়ে ভুল করেছি?*

যখন লোকে আমাদের সৎ উদ্দেশ্যকে ভুল বোঝে, তখন তা আমাদের গভীর দুঃখ দেয়। ভাঙ্গা সম্পর্ককে জোড়া লাগাবার ইচ্ছায় সমস্ত চেষ্টা চালানোর পর যখন প্রতিপক্ষ আমাদের মুখে ঘুষি মারে, তখন তা হজম করা বড়ো কঠিন। কিন্তু তখন আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, এইজন্যই আমরা সঠিক সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করেছি। এখন প্রশ্ন হল, আমরা কেন সঠিক সম্পর্ক গড়তে চেষ্টা করি? কারণ,

(১) তা আমাদের জীবনকে আরামপ্রদ করে তুলবে;
(২) তা আমাদের বিবেককে স্বস্তি দেবে;
(৩) আমাদের তা করা উচিৎ;
(৪) আমরা ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে চাই।

প্রথম তিনটি কারণে নয়, কিন্তু ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করাই যদি আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে সেই কাজ আমাদের জীবনে সমস্যা বা তাড়না নিয়ে আসলেও, আমরা নিরাশাগ্রস্ত হব না, পিছু হটব না।

গ। পরীক্ষার সময় প্রার্থনা: এমন প্রতিকূল পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যাকোবের আচরণ খুবই প্রশংসাযোগ্য।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

ভালো কাজে বাধা পেয়েও যাকোব পিছু হটেনি, হাল ছেড়ে দেয়নি। এমন পরিস্থিতিতে পুরানো যাকোব হলে, প্রাণে বাঁচতে পালাতে বাধ্য হত। কিন্তু এখানে যাকোব তা করেনি। ভয় ও দুর্দশার যথেষ্ট গন্ধ থাকা সত্ত্বেও যাকোব সিংহের গহ্বরের দিকে এগিয়ে গেছে। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যাকোব তার রণকৌশল ত্যাগ করেছে। এই সময় যাকোব পরিস্থিতির উপযোগী একটি যুক্তিসঙ্গত পরিকল্পনা করল: যকোব তার সমস্ত পরিবার ও সঙ্গীদের দুই দলে বিভক্ত করল। এর পিছনে যে উদ্দেশ্য কাজ করেছে, তা হল, এষৌ যদি প্রথম দলকে আক্রমণ করে, তাহলে দ্বিতীয় দল পালিয়ে বাঁচবে (৩২:৮)। দুঃভাগ্যের বিষয়, একটু আগে ঈশ্বরের দূতদের দর্শন তাকে যে সত্য উপলব্ধি দিয়েছিল, সেই উপলবিব্ধ ব্যবহার করার সময় যাকোব ভুলে গেছে। ঈশ্বরের অদৃশ্য সৈন্যদলের উপস্থিতির কথা যাকোব যদি এই সময় স্মরণ করত, তাহলে, এমন পরিকল্পনার কোনও প্রয়োজন ছিল না; কারণ ঈশ্বরের সেই অদৃশ্য সৈন্যদল যাকোবের সঙ্গীদের দুই দলকেও রক্ষা করতে সক্ষম ছিল।

কিন্তু কেবল ফন্দি আঁটা নয়, ৯ পদে বলা হয়েছে, ***"তখন যাকোব বলল, হে আমার পিতা অব্রাহামের ঈশ্বর ও আমার পিতা ইস্হাকের ঈশ্বর, তুমি সদাপ্রভু নিজে আমাকে বলেছিলে, তোমার দেশে জ্ঞাতিদের কাছে ফিরে যাও, তাতে আমি তোমার মঙ্গল করব।"*** হ্যাঁ, যাকোব ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করল। এখানেই আমরা যাকোবকে প্রথম বারের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে দেখতে পাচ্ছি। শেষপর্যন্ত যাকোব উপলব্ধি করেছে যে, কেবল পরিকল্পনা বা কৌশল যথেষ্ট নয়। ঈশ্বরকে অব্রাহামের ও ইস্হাকের ঈশ্বর বলে সম্মোধন করে, যাকোব পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের অনন্তকালীন চুক্তিকে স্বীকার করলেও (১৭:৭), এখনও তাঁকে "**আমার ঈশ্বর**" বলে সম্মোধন করেনি, যদিও ২৮:২১ পদে সে তা করতে অঙ্গীকার করেছিল।

এই প্রার্থনায় যাকোব তার জীবনের প্রতি ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞা পূর্ণতাকে স্বীকার করে বলেছে, ***"তুমি এই দাসের প্রতি যে সমস্ত দয়া ও সত্য আচরণ করেছ, আমি তার কিছুরই যোগ্য নই; কারণ আমি নিজ যষ্টিখানি নিয়ে এই যর্দন পার হয়েছিলাম, এখন দুই দল হয়েছি"*** (৩২:১০)। অর্থাৎ, ২৮ অধ্যায়ে, বেথেলে যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় ঈশ্বর যাকোবের কাছে যে সমস্ত প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তার বেশির ভাগই পূর্ণ করেছেন বলে যাকোব স্বীকার করেছে। কেবল তাই নয়, যাকোব এখানে নিজেকে ঈশ্বরের দয়া ও সত্য আচরণ পাবার **অযোগ্য বলে স্বীকার** করেছে। প্রথম বারের জন্য যাকোব তার অযোগ্যতা স্বীকার করেছে। এখন, যাকোব যদিও অসত্য আচরণ করেছে, তথাপি ঈশ্বর তার প্রতি দয়া ও সত্য আচরণ করেছেন: দাদার প্রতিহিংসার হাত থেকে রক্ষা পেতে যাকোব যদিও খালি হাতে মামার বাড়ীর উদ্দেশে যাকোব রওনা দিয়েছিল, কিন্তু এখন সে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী। এর মধ্যে যাকোব ঈশ্বরের সুদৃঢ় প্রেম ও বিশ্বস্ততা উপলব্ধি করেছে, যা তাকে নত-নম্র করেছে, নিজেকে অযোগ্য বলে স্বীকার করতে বাধ্য করেছে।

কেবল তাই নয়, একটু আগে যাকোব নিজেকে **এষৌর দাস** বলেছিল, এখানে আবার সে নিজেকে **ঈশ্বরের দাস** হিসাবে স্বীকার করেছে। যাকোব ঈশ্বরের হাতে একটু একটু করে তৈরী হচ্ছে, তাই এই পরিবর্তন। ঈশ্বরের কর্মসূচি মেনে যাকোব উপলব্ধি করেছে, **আত্মিক বৃদ্ধির অর্থ নত-নম্র হওয়া**। যীশু নিজে তাঁর শিষ্য, তথা আমাদের বলেছেন, ***"কেউ যদি প্রথম হতে চেষ্টা করে, তবে সে সকলের শেষে থাকবে ও সকলের পরিচারক হবে"*** (মার্ক ৯:৩৫)। ঈশ্বরের রাজ্যে মহানতা হল সেই উপহার যা ঈশ্বর নম্রদের দিয়ে থাকেন, অহঙ্কারীরা পুরস্কার হিসাবে কখনও তা অর্জন করতে পারে না।

যাকোব তার প্রার্থনায় আরও বলেছে, ***"বিনয় করি, আমার দাদার হাত থেকে, এষৌর হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর, কারণ আমি তাকে ভয় পাচ্ছি, পছে সে এসে আমাকে, ছেলেদের সঙ্গে তাদের মায়েদের হত্যা করে"*** (৩২:১১)। কোনও চালাকির আশ্রয় না নিয়ে, নিঃসঙ্কোচে যাকোব নিজের সেই ভয় স্বীকার করেছে যে, এষৌ হয়ত তাকে, তার সন্তানদের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

এবং তাদের মায়েদের হত্যা করবে। এই বিনতি করতে গিয়ে যাকোব ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার পূর্ণতা কামনা করে বলেছে, *"তুমিই তো বলেছ, আমি অবশ্য তোমার মঙ্গল করব, এবং সমুদ্রতীরের যে বালি বাহুল্য প্রযুক্ত গণনা করা যায় না, তার ন্যায় তোমার বংশবৃদ্ধি করব"* (৩২:১২)। ঈশ্বরের প্রতিজ্ঞার কথা বলতে গিয়ে, বেথেলে যাকোব ঈশ্বরের কাছ থেকে যে সমস্ত কথা শুনেছিল, তাকে উল্লেখ করা নয়, কিন্তু ইস্হাককে ফিরে পাবোর পর অব্রাহামের প্রতি ঈশ্বর যে কথা বলেছিলেন (২২:১৭), তাকে উদ্ধৃত করেছে। ধরা যেতে পারে, ইস্হাক যখন তার দুই পুত্রকে (এষৌ ও যাকোব) নিজের মৃত্যুদ্বার থেকে উদ্ধার পাবার কাহিনী শুনিয়েছিল, তখন ঈশ্বরের এই প্রতিজ্ঞার কথা বারংবার তার পুত্রদের বলেছিল। এর থেকে আমরা যে শিক্ষা পাই, তা হল, আমাদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও যখন পরিস্থিতি প্রতিকূল মোড় নেয়, তখন আমরা কী করব? আমাদের সমস্ত ভয় ও দুশ্চিন্তা প্রভুর কাছে উপস্থিত করব, এবং তাঁর বাক্যে তিনি যে অঙ্গীকার করেছেন, তা পূর্ণ করতে তাঁকে অনুরোধ করব, এবং বিশ্বাসে এগিয়ে যাব।

কিন্তু এমন প্রার্থনার পাশাপাশি, সেই পরিস্থিতি সামাল দিতে যাকোব নিজে যা করতে পারত, তা প্রয়োগ করতেও দ্বিধা করেনি। এষৌর জন্য বিরাট উপঢৌকন পাঠাবার ব্যবস্থা করল: *"তার কাছে যা ছিল, তার কিছু নিয়ে তার দাদা এষৌর জন্য এই উপঢৌকন প্রস্তুত করল: (১) ২০০টি ছাগী ও ২০টি ছাগ; (২) ২০০টি মেষী ও ২০টি মেষ; (৩) ৩০টি সবৎসা দুগ্ধবতী উষ্ট্রী; (৪) ৪০টি গাভী ও ১০টি বৃষ; (৫) ২০টি গর্দভী ও ১০টি গর্দভশাবক"* (৩২:১৩-১৫)। এই ভাবে, পশুদের ৫ দলে বিভক্ত করে পৃথক করে (৩২:১৬) সারি দিয়ে যাকোব তার উপঢৌকন এষৌর কাছে পাঠিয়েছে। প্রত্যেক দলের সঙ্গে একজন দাসকে রেখেছে, আর এষৌকে এই কথা বলতে আদেশ করেছে, *"এই সকল <u>আপনার দাস</u> যাকোবের, তিনি উপঢৌকনরূপে এই সকল <u>আমার প্রভু</u> এষৌর জন্য প্রেরণ করলেন; আর দেখুন, তিনিও আমাদের পশ্চাৎ আসছেন"* (৩২:১৮, ১৯)। এইভাবে উপঢৌকন পাঠাবার পিছনে যাকোবের উদ্দেশ্য খুবই পরিষ্কার: এমন উপঢৌকন পাবার সঙ্গে সঙ্গে এষৌ যখন ৫ম ব্যক্তির মুখে মিষ্টি কথা শুনবে, তখন সে তার মুখের হাসিকে চেপে রাখতে পারবে না, ফলস্বরূপ যাকোবের সঙ্গে ক্রমশ শত্রুতা করবে না। যাকোব ভেবেছিল, *"আমি আগে উপঢৌকন পাঠিয়ে তাকে শান্ত করব, পরে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব, তাতে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করলেও করতে পারেন"* (৩২:২০)।

২১ পদে বলা হয়েছে, *"কিন্তু যাকোব নিজে সেই রাত্রিতে দলের মধ্যে থাকলেন।"* কিন্তু কেন? এষৌর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার আগে যাকোবকে ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাতই যাকোবকে প্রকৃত অর্থে পরিবর্তিত করতে পারে। কারণ, ৩২ অধ্যায়ে আমরা যে যাকোবকে দেখছি, সে নিজেকে নত-নম্র করেছে, সাহায্য কামনা করে প্রথম বারের জন্য সে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনাও করেছে। কিন্তু এই ঈশ্বর এখনও যাকোবের কাছে অব্রাহামের ঈশ্বর, ইস্হাকের ঈশ্বর; তাঁকে এখনও নিজের ঈশ্বর হিসাবে যাকোব উপলব্ধি করতে পারেনি। আর তাই, যাকোব ঈশ্বরের প্রতিরক্ষায় সম্পূর্ণ আস্থা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে, তাই সে উপঢৌকন ও মিষ্টিকথার আশ্রয় নিয়েছে, নিজের কৌশল বজায় রেখেছে। কিন্তু **ঈশ্বর নিজের প্রতি যাকোবের পূর্ণ আস্থা ইচ্ছা করেন**, আর তাই তিনি সেই রাতে যব্বোক নদীর এপারে যাকোবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। আগামী রবিবার আমরা সেই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শিখব। আমাদের পরিস্থিতি কী? আমরা কি সেই ঈশ্বরে পূর্ণ আস্থা রাখি? না কি, মুখে বিশ্বাসের কথা বলি, আর অবিশ্বাসের কাজ করি? না কি, যাকোবের মতো তাঁর প্রতি বিশ্বাসের পাশাপাশি অবিশ্বাস চালিয়ে যাই? প্রকৃত বিশ্বাস হল অনন্তজীবন পাবার জন্য কেবল যীশুতে পূর্ণ আস্থা। আর সেই বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন সেই ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ। তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎ কি আপনার ঘটেছে?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com